সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় পরম্পরায় দর্শন আসলে একপ্রকার জীবন জিজ্ঞাসা। এই জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ধর্মজিজ্ঞাসার জন্ম। সুতরাং ইউরোপীয় পরম্পরায় যেভাবে দর্শনের পৃথক পৃথক শাখা হিসাবে অধিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যা নীতিবিদ্যা এসবের জন্ম হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আন্বিক্ষীকিবিদ্যা এসবের জন্ম সেভাবে হয়নি। বরং জীবন জিজ্ঞাসার অঙ্গ হিসেবে জন্ম নিয়েছে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র প্রভৃতি। যেহেতু জীবনজিজ্ঞাসা বা মুমুক্ষুর মুক্তি জিজ্ঞাসা থেকে প্রায় সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের জন্ম তাই ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি হলো এক একটি মোক্ষশাস্ত্র। 'শাস্ত্র' কথাটি এসেছে 'শাস্' ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন বা উপদেশ। শাস্ত্র কিছু বিধি ও নিষেধের মধ্য দিয়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান দেয়। তেমনই মোক্ষশাস্ত্রগুলি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ভারতীয় দর্শনে জন্ম ধর্মশাস্ত্রের। ধর্ম শব্দটির প্রায়শই সম্প্রদায় বিশেষে আচরিত প্রচারমূলক ধর্মকে বোঝালেও বৈদিক পরম্পরায় ধর্ম নীতিরই বাচক। তাই পাশ্চাত্যে যাকে এথিক্স বলা হয় ভারতীয় পরিভাষায় তা প্রায় ধর্মশাস্ত্রের সমার্থক।

পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা বা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র উভয়ের লক্ষ্য হল সমাজ জীবনে নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির আচরণকে নৈতিকতার বাঁধনে আবদ্ধ করতে না পারলে সমাজ জীবনও যে সুস্থ মসৃণভাবে চালিত হতে পারে না সেই উপলব্ধি থেকে উভয় শাস্ত্রের জন্ম। এখন প্রশ্ন হল সমাজে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি তার আচরণকে নীতিসম্মত পথে চালিত করবে কেন? অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাপনের প্রণোদন কি হবে? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করলে তা হবে এরূপ নৈতিক বাধ্যতা বোধের উৎস কী? আমি কেন নৈতিক কর্মে নিয়োজিত হব বা একজন

ব্যক্তির ধর্মের জীবনযাপনের প্রণোদন কী হবে এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান যেমন পাশ্চাত্য দর্শনে হয়েছে তেমনই ভারতীয় দর্শনেও হয়েছে।

নৈতিকতার স্বপক্ষে ভারতীয় দর্শনে কী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা দেখা যাক। ভারতীয় দর্শনে পরার্থে কর্মের কথা যে গ্রন্থে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে তা হল শ্রীমদ্ভগবত গীতা। নৈষ্কর্মের বিরোধিতা করে গীতাকার কর্মের জীবনযাপনের উপদেশ করেছেন; আর যে কর্মকে তিনি মানুষের আদর্শ কর্ম হিসেবে দেখেছেন তাহল নিষ্কাম কর্ম। ফলের অভিলাষ থেকে মুক্ত হয়ে এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাই হল নিষ্কাম কর্ম। এই আদর্শে অনুষ্ঠিত কর্ম লোকহিতের-ই নামান্তর। এই লোকসংগ্রহের পথই কর্মের গীতোক্ত পথ। সুতরাং পরার্থে কর্মই ভারতীয় ঐতিহ্য।